(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ১)

মেট্রোরেল/মনোরেল ও স্মার্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে মতবিনিময় সভায় মেয়র

বিশেষজ্ঞসহ সকল সেবাসংস্থার মতামত এবং পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবো

চট্টগ্রাম-১৭ জুন'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম নগরীর প্রকৃতিগতভাবে সৌন্দর্য্য আছে তা বিবেচনায় আগামী ৫০ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে একটি বাসযোগ্য নগরী গড়তে চাই। এক্ষেত্রে আমি বিশেষজ্ঞসহ সকল সেবাসংস্থার মতামত এবং পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। আজকের এই মতবিনিময় সভা তারই একটি অংশ। তিনি আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে টাইগারপাসস্থ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে এমআরটি ব্যবস্থাপনায় মেট্রোরেল/মনোরেল ও স্মার্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সকল সেবাসংস্থার প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, বাস্থই চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান আশিক ইমরান, স্থপতি জেরিনা হোসেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুণ, প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, চিটিগাং চেম্বারের সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) শ্যামল কুমার নাথ, ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম, স ও জ'র নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা, চউক'র নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মঞ্জুর হাসান, পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মিয়া মাহামুদুল হক, জেলা প্রশাসক প্রতিনিধি নাঈমা ইসলাম, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিশান লি:এর ম্যানেজার মো. মিনহাজ উদ্দীন, চায়না কোম্পানী (উইটেক) কান্ট্রি ম্যানেজার লি ম্যাং, হু চাও, কডোওয়ারি পরিচালক আবিদ রহমান তানভীর, মাওয়া গ্রুপের সরওয়ার উদ্দিন, মো. দিদার, কন্সালটেন্ট জেসমিন, ইঞ্জি. মানষ রক্ষিত প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, মেট্রোরেল/মনোরেল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আজকের এই সভায় যে মতামতগুলো এসেছে তা বিবেচনায় নিয়ে চসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে তিনি জানান। তিনি এ ধরণের সভার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্থপতি জেরিনা হোসেন বলেন, পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনায়নের জন্য মেয়রের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা আবশ্যক। সাথে সাথে নগর উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনার জন্য প্ল্যানিং কমিটি গঠন করাও অপরিহার্য। প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুণ মেট্রোরেল/মনোরেল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞসহ সেবাসংস্থার মতামত গ্রহণ করার জন্য আজকের এই সভা আহ্বান করার জন্য মেয়রকে অভিনন্দন জানান। এই সভার আহ্বানে মেয়রের উদারতা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। চেম্বারের সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ বলেন, আগামী ৫০ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীকে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়রকে অভিভাবকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিতে হবে। স্থপতি আশিক ইমরান বলেন, আমাদের চট্টগ্রাম নগরকে নিয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে, মীরসরাই থেকে আনোয়ারা পর্যন্ত শহরের যে ব্যাপ্তি হচ্ছে এ কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া বলেন, যে কোন পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে এগিয়ে যেতে হবে তাহলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে। সওজ'র নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা বলেন, চউকের মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। কোন উন্নয়ন কাজে ওভারলেপিং যেন না হয় সে ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) শ্যামল কুমার নাথ বলেন, নগর উন্নয়নে নান্দনিক সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে হবে। যাতায়ত ব্যবস্থায় মেট্রোরেল বা মনোরেল যাই যুক্ত করা হোক না কেন নগরী আগামীতে হাটাহাজারী, আনোয়ারা, পটিয়া, সীতাকুন্ড পর্যন্ত ব্যাপ্তি হবে তা বিবেচনায় নিতে হবে। চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে মেট্রোরেল ও মনোরেল'র রুট সম্পর্কে জরিপের একটি খসড়া উপস্থাপন করেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ২)

মালদ্বীপ হাইকমিশনারের সাথে সাক্ষাতকালে মেয়র

মালদ্বীপের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চট্টগ্রাম পর্যটন শিল্পে নতুনমাত্রা সংযোজিত হতে পারে

চট্টগ্রাম-১৭ জুন'২০২১খ্রিঃ

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে টাইগারপাসস্থ চসিক অস্থায়ী কার্যালয়ে মেয়র দপ্তরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে মালদ্বীপের হাই কমিশনার শিরুজিমাথ সামির সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে মেয়র বলেন, মালদ্বীপ বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই চমৎকার। বাংলাদেশ ভ্রাতৃপ্রতীম মালদ্বীপের সাথে সম্পর্ককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন ইস্যুতে অভিন্ন মনোভাব পোষণ করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করে মেয়র এ বিষয়ে সমন্বিতভাবে আরো জোরালো ভূমিকা রাখার আহবান জানান। মেয়র মালদ্বীপে কর্মরত প্রায় এক লক্ষ বাংলাদেশীর কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা উভয় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। মেয়র বলেন, ভূ-প্রকৃতিগতভাবে চট্টগ্রাম ও মালদ্বীপ অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যসপূর্ণ। তাই পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ মালদ্বীপের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চট্টগ্রামে পর্যটন শিল্পে নতুনমাত্রা সংযোজিত হতে পারে। তিনি এক্ষেত্রে মালদ্বীপের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। মালদ্বীপের হাই কমিশনার শিরুজিমাথ সামির করোনা মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি পর্যটন খাতের বিকাশসহ উভয় দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল, সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, ইন্টারন্যাশন্যাল এডভাইজারি প্যানেল চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাশেম খান ও এ.কে খান গ্রুপের ম্যানেজার মো. ইমরান মিয়া চৌধুরী প্রমুখ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ৩)

ওশান পার্ক সংক্রান্ত প্রস্তাবণায় মেয়র

পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে নগরী অনন্য বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে

চট্টগ্রাম-১৭ জুন'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, পাহাড়, নদী-সমুদ্র বেষ্টিত চট্টগ্রাম নগরী একটি অনন্য সুন্দর নগর। এই নগরী মহান আল্লাহর প্রদত্ত একটি পার্ক। এখানে দরকার কিছু পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা নিয়ে সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারলে সারা দেশের মধ্যে অনন্য এক বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। ওশান পার্ক সংক্রান্ত ইতিবাচক প্রস্তাবনাকে চসিক সক্ষমতা অনুযায়ী সহযোগিতা দেবে। আজ বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চসিকের অস্থায়ী নগর ভবনে মেয়র দপ্তরে ওশান পার্ক সংক্রান্ত প্রস্তাবনা নিয়ে ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রুপের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমরা বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পার্ক স্থাপন করি। আমরা চট্টগ্রামকে গুরুত্ব দিয়ে প্রথমে কর্ণফুলী সেতু সংলগ্ন এলাকায় পার্ক স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করলেও নানা কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। চসিক সাগর পাড়ে পার্ক স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমরা সেক্ষেত্রে প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসতে চাই। ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রুপ এই পার্ক স্থাপনের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনের মাধ্যমে প্রস্তাবণা উপস্থাপন করে। এই পার্ক স্থাপনের জন্য অন্তত ২০ একর জমি

প্রয়োজন আছে বলে জানান। মেয়র তাদের প্রস্তাবের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, শুধু পার্ক নয়, পার্ক ঘিরে স্মৃতি সৌধসহ চট্টগ্রামের নানা ঐতিহ্য তুলে ধরার চিন্তা-ভাবনা আছে। তিনি প্রতিনিধি দলকে উত্তর কাট্টলীস্থ সাগর পাড়ের প্রকল্প জায়গাটি সরজমিনে পরিদর্শন করে প্রস্তাব পেশ করতে বলেন। সেই প্রস্তাবণার উপর পর্যালোচনা করে চসিক সিদ্ধান্ত নেবে বলে প্রতিনিধি দলকে জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দীন আহমদ, সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, স্টেইট অফিসার কামরুল ইসলাম চৌধুরী, ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রুপের ম্যানেজার নাসিরউদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ৪)

চসিকের রাজস্ব সার্কেল ২ ও ৫ এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও লাইসেন্স ফি'বাবদ ১৩ লাখ টাকা আদায়

চট্টগ্রাম-১৭ জুন'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার রাজস্ব সার্কেল- ২ ও ৫ এর আওতাধীন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদয়ের লক্ষ্যে রাজস্ব সার্কেল- ২ এর আওতাধীন পূর্ব বাকলিয়া ও শুলকবহর এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৭ লাখ ০১ হাজার ৭ শত ৭২ টাকা ও ট্রেড লাইসেন্স বাবদ ৬৫ হাজার ৬০ টাকা, রাজস্ব সার্কেল- ৫ এর আওতাধীন বাগমনিরাম ও লালখান বাজার এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৫ লাখ টাকা ও ট্রেড লাইসেন্স বাবদ ৫২ হাজার ৬শত টাকাসহ সর্বমোট হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১২ লাখ ১ হাজার ৭ শত ২৫ টাকা ও ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ১ লাখ ১৭ হাজার ৬ শত ৬০ টাকা আদায় করা হয়। অভিযানে ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা করায় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩ হাজার ৫শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়কল্পে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী ও স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক ভাবে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।

সংবাদদাতা
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩